বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড
টেলিযোগাযোগ সংযোগ চুক্তিনামা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লেখিত) অথবা উহার অধীনে কর্মরত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (১ম পক্ষ)।

এবং

টেলিযোগাযোগ সংযোগ প্রার্থী/সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (অতঃপর গ্রাহক বলিয়া উল্লেখিত) জনাব/বেগম..... পিতা/স্বামী/পদবী (কোম্পানীর ক্ষেত্রে) ..... স্থায়ী ঠিকানা (সংস্থার/কোম্পানীর ক্ষেত্রে পদবী ও সংস্থার/কোম্পানীর নামসহ)..... বর্তমান ঠিকানা ..... (২য় পক্ষ)।

এবং

১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের সম্মতিক্রমে অদ্য ..... বঙ্গাব্দ ..... খৃষ্টাব্দে অত্র চুক্তি সম্পাদিত হইল। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় নিম্নলিখিত শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে ঃ-

১। বোর্ড নিম্নবর্ণিত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস, আনুষঙ্গিক সুবিধাদি ও যন্ত্রপাতি গ্রাহকের অনুকূলে ভাড়া দিবে এবং গ্রাহক বোর্ড কর্তৃক ধার্য্যকৃত (প্রচলিত ও পরিবর্তিত) সকল প্রকার ভাড়া/ব্যয়/চার্জ/ফিস/বিল প্রদান সাপেক্ষে ঐ সকল সার্ভিস বা যন্ত্রপাতি ভাড়া লইতে পারিবেন।

(ক) বিভাগীয় এক্সচেঞ্জের নাম .....

(খ) গ্রাহক সংযোগের ঠিকানা .....

(গ) সংযোজিত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও যন্ত্রপাতির বিবরণ .....
.....

২। বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড যে কোন সময়ে টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের জন্য মাসিক, বার্ষিক মেসেজ রেইট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেইট ধার্য্য ও পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং গ্রাহক এই ধার্য্যকৃত বা পরিবর্তিত হার/রেইট মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

৩। যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে ৭ (সাত) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে। তবে উভয় পক্ষ বোর্ডের আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক তাহাদের দেনা-পাওনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ বা চুক্তি ভঙ্গ হইয়া গেলে বোর্ডের সরবরাহকৃত সরঞ্জাম ও আনুসাঙ্গিক উপকরণাদিসহ সকল যন্ত্রপাতি বোর্ডের নিকট ভাল অবস্থায় (সংযোজনের সময় যে অবস্থায় ছিল) গ্রাহক ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই ক্ষেত্রে কেবল স্বাভাবিক ক্ষয়-ক্ষতি গ্রহণযোগ্য হইবে। বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী যথাশীঘ্র উক্ত সরঞ্জামাদি সরাইয়া লইবেন এবং সে জন্য বোর্ডের কর্মচারীর গ্রাহকের নিয়ন্ত্রাণাধীন সংশ্লিষ্ট স্থানে নিরঙ্কুশ প্রবেশের অধিকার থাকিবে। সরঞ্জামাদি খুলিবার বা সরাইবার কারণে গ্রাহকের সংযোগ স্থানের স্বাভাবিক ক্ষতির জন্য গ্রাহক ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

৫। টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবার পূর্বে গ্রাহক লিখিত নোটিশ দ্বারা তাহার আবেদনপত্র প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন। তবে সংযোগের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রদেয় জামানত ব্যতীত ঐ দিন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন বাবদ প্রকৃত খরচাদি গ্রাহক কর্তৃক বোর্ডকে পরিশোধ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সুষ্ঠুভাবে চালু রাখিতে ও চুক্তি বলবত থাকাকালীন সময়ে বোর্ড সার্ভিস ও যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিশ্চয়তা বিধান করিবে। ইহার জন্য গ্রাহক বোর্ডকে সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত সহযোগিতা প্রদান করিবেন। যদি বাংলাদেশ সরকার বা বোর্ড প্রয়োজন অথবা যুক্তিযুক্ত মনে করে তবে যে কোন সময়ে লিখিত রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া (রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে নোটিশ প্রদানই নোটিশ জারীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে) ৭ (সাত) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্থাপিত যন্ত্রপাতি ফেরত লইবার ও সার্ভিস বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার বোর্ড সংরক্ষণ করিবে।

৭। প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের মাধ্যমে অন্য কোন গ্রাহককে বিরক্ত করা অথবা অশালীন মন্তব্য করা বা টেলিফোনের যে কোন প্রকার অপব্যবহারের জন্য গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। এই জাতীয় অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে বা উহা প্রমাণিত হইলে ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট-এর ক্ষমতাবলে প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসহ গ্রাহকের অন্য সকল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার ক্ষমতা বোর্ড সংরক্ষণ করিবে। এই বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। কোন কারণে টেলিযোগাযোগ সার্ভিস অচল, বিঘ্নিত বা বন্ধ হইলে অথবা বোর্ড কর্তৃক বন্ধ করা হইলে যদি গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তবে তাহার জন্য বোর্ড দায়ী থাকিবে না এবং টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পূনরায় চালু করিতে বিলম্বের দরুণ সৃষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধার জন্যও বোর্ড দায়ী থাকিবে না।

৯। গ্রাহক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও ইহার সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদির সঠিক যত্ন লইবেন এবং তিনি উপরোক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি নষ্ট, রদবদল, বেআইনি সংযোগ অথবা স্থানান্তর করিবেন না বা অন্যকেও করিতে দিবেন না। অবৈধ স্থানান্তর ও ব্যবহারের কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার বোর্ড সংরক্ষণ করিবে। গ্রাহক যন্ত্রপাতির কোন চিহ্ন, শব্দ, নম্বর বা সিলমোহর অপসারণ বা বিকৃত করিতে পারিবেন না। যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ গ্রাহকের ব্যবহারে থাকাকালীন সময়ে কোন প্রকার ক্ষতি, চুরি, হারানো, রদবদল বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বোর্ডের দাবী মোতাবেক উহা মেরামত, পুণঃস্থাপন ও রদবদলের জন্য গ্রাহক সকল প্রকার খরচ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

১০। বোর্ডের লিখিত অনুমতি/আদেশ ছাড়া গ্রাহক অপর কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার লেনদেনের বিনিময়ে তাহার অনুকুলে প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের মাধ্যমে কোন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা অন্য কাহাকেও করিতে দিবেন না।

১১। বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত তারিখের মধ্যে গ্রাহক ভাড়া পরিশোধ না করিলে অথবা এই চুক্তি মোতাবেক বোর্ডকে দেয় অন্য কোন পাওনাদি বা বিল যথারীতি পরিশোধ না করিলে কোন নোটিশ ছাড়াই বোর্ড সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ সার্ভিস বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিবে এবং বোর্ডের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া যে কোন সময়ে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে। যদি বিল পরিশোধের ব্যর্থতার দরুণ গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হার ও বিধান অনুযায়ী গ্রাহক প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করিলে সংযোগ পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা হইবে। যদি ৫৯ (উনষাট) দিনের মধ্যে গ্রাহক সংযোজন ফি সমেত প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বোর্ড সংযোগ স্থায়ীভাবে বন্ধ/বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিবে। গ্রাহকের যে কোন টেলিযোগাযোগ সংযোগের বকেয়া বিল অনাদায়ের কারণে তাহার অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সংযোগ ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা বোর্ড সংরক্ষণ করিবে।

১২। বোর্ডের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রাহক টেলিযোগাযোগ সংযোগ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

১৩। প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার ও কলের জন্য গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন এবং গ্রাহকের অনুপস্থিতিতে বা অজান্তে যদি কোন অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত সার্ভিস ব্যবহার করেন, তবে তাহার দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের উপরেই বর্তাইবে এবং তিনি দাবীকৃত বিল পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৪। গ্রাহক সংযোগ যন্ত্রপাতির পরিবর্তন বা স্থানান্তর করিতে চাহিলে অথবা কারিগরি বা প্রযুক্তিগত কারণে বোর্ড কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা হইলে গ্রাহকের নির্ধারিত হারে স্থাপন/স্থানান্তর/পরিবর্তন খরচ বহন করিতে হইবে।

১৫। টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সংক্রান্ত সকল প্রকার কলের বিল, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ/ফিস বোর্ডের নিকট রক্ষিত বহি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত দাবীর সত্যতার বিষয়ে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। বোর্ড কারিগরি কারণে কোন টেলিফোন/টেলেক্সের নম্বর পরিবর্তন করা আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত মনে করিলে বিনা মাশুলে উক্ত পরিবর্তন করিতে পারিবে। তবে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহককে অবশ্যই অবগত করাইতে হইবে।

১৭। আবেদনকারী পূর্ব সংযোগ বা বোর্ডের প্রাপ্য দায়-দেনা সম্পর্কে তথ্য গোপন করিয়া আবেদনপত্র জমা দিলে বোর্ড এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া উক্ত আবেদনপত্র তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করিয়া দিবে অথবা সংযোগ প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্ত সংযোগ তাৎক্ষণিকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিবে।

১৮। গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার নিকট প্রেরিত বিলের টাকা পরিশোধ করিবেন, খেলাপী গ্রাহক হইতে টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৮৮৫ এবং টি এন্ড টি ম্যানুয়্যালের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৯। গ্রাহক এই চুক্তির পূর্ণ মেয়াদকালে বাংলাদেশ সরকার কিংবা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে সংশোধিত, পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত সকল নিয়মাবলী ও বিধিসমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

গ্রাহকের স্বাক্ষর .....
গ্রাহকের নাম .....

পিতা/স্বামীর নাম .....

পেশা .....

বর্তমান ঠিকানা .....

.....

স্থায়ী ঠিকানা .....

.....

তারিখ .....

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের পক্ষে
গ্রহণ করা হইল।

স্বাক্ষর

পদবী

দপ্তর

তারিখ

দপ্তর সীল

সীল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

টীকা ঃ (ক) কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামের বা প্রদত্ত সীল অস্পষ্ট হইলে বা চিহ্নিত করা না গেলে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির উপর চুক্তি পত্রের যাবতীয় শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(খ) যদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষরকারী নিজে মূখ্য ব্যক্তি বা অংশীদার বা পরিচালক না হন, তবে তাহাকে মূখ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহাদের পক্ষে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রত্যায়ণপত্র আবেদনপত্রের সহিত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।